তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৭

**বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পাশাপাশি এগিয়ে চলছে**

 **-- বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এ অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে।

 আজ বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে বান্দরবান জেলা প্রশাসন আয়োজিত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বান্দরবান জেলা সম্প্রীতির জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলে মিলে অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে বসবাস করছে।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে আলাদা আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তার পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করছে।

 সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিদের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর ফলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমানভাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা কখনোই সাম্প্রদায়িক হয় না। ধর্মপ্রাণ মানুষ সবসময় অন্যের কল্যাণ কামনা করেন। সেজন্য ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে উন্নত মানুষ ও সুনাগরিক তৈরিতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে।

 জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরিজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু. আব্দুল আউয়াল হাওলাদার, বান্দরবান জেলার পুলিশ সুপার জেরিন আখতার প্রমুখ। সমাবেশে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, এনজিওকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২৩১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৬

**আইসিটি খাতের নারী উদ্যোক্তাদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন লুনা শামসুদ্দোহা**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীদের এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা লুনা শামসুদ্দোহা।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি (বিডব্লিউআইটি) -এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও দোহাটেক নিউমিডিয়ার চেয়ারম‌্যান লুনা শামসুদ্দোহার স্মরণসভায় একথা বলেন। বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজি এ স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

 সরকা‌রের ই‌-জি‌পি সি‌স্টেমসহ অন‌্যান‌্য প্রক‌ল্পে লুনা শাম‌সু‌দ্দোহার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ ক‌রে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছ‌রে আই‌টি ও আই‌টিএস খাতে সরকা‌রের পাশাপা‌শি বেসরকা‌রি ক্ষেত্রকে সম্মান ও মর্যাদার আস‌নে অধি‌ষ্ঠিতকরণে তার ভূ‌মিকা ছিল অনস্বীকার্য।

 বিডব্লিউআইটির সভাপতি অধ‌্যাপক ড. লাফিফা জামালের সভাপতি‌ত্বে স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নির্বাহী প‌রিচালক পার্থপ্রতিম দেব, বাংলা‌দেশ ক‌ম্পিউটার স‌মি‌তির সভাপ‌তি শহীদ উল মুনীরসহ আইটি খাত সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ বক্তব্য রাখেন।

 আই‌সি‌টি প্রতিমন্ত্রী ব‌লেন, তথ‌্যপ্রযু‌ক্তি খা‌তে আইন প্রণয়ন থে‌কে শুরু ক‌রে কৌশলপত্র গ্রহণ, নী‌তি‌নির্ধারণী বৈঠক, নতুন প্রকল্প ও উ‌দ্যো‌গের সা‌থে সরাস‌রি সম্পৃক্ত ছি‌লেন লুনা শামসুদ্দোহা। এছাড়াও শুধু একজন আই‌টি উদ্যোক্তাই নয়, ডি‌জিটাল বাংলা‌দেশ বি‌নির্মাণে একজন স‌ক্রিয় যোদ্ধা ও নেতা এবং আইসিটি খাতের নারী উদ্যোক্তাদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি।

 প‌রে ভার্চুয়া‌লি সংযুক্ত সক‌লেই লুনা শাম‌সোদ্দুহার বিদেহী আত্মার মাগ‌ফেরাত কামনা ক‌রে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

#

শহিদুল/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৫

**পরিবেশ সুরক্ষায় নিজে সচেতন হতে হবে, অন্যদেরও সচেতন করতে হবে**

 **-- পরিবেশ মন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছেন, মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে থেকে খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর গঠন করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি বর্তমান প্রজন্মকে পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বিষয়ে নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সচেতন করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজের সকলে মিলেই দেশের সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন করে দেশকে দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবো।

 আজ মৌলভীবাজার স্টেডিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস সুরমা জোন এর কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ও বিভিন্ন গেমের দৌরাত্ম্যে হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী অনেক খেলা। আমাদের জাতীয় খেলা ‘কাবাডি’কে ধরে রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস কাবাডি প্রতিযোগিতা জাতীয় এ খেলার মান উন্নয়ন ও প্রসারে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। ওয়ান্ডার্স ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একজন ক্রীড়ামোদী ও খেলাপ্রিয় মানুষ। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে যেকোনো সময় তিনি মাঠে দর্শক হিসেবে হাজির হয়ে যান।

 পরিবেশ মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে চিন্তা চেতনা নিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। তারই উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পুরো পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে দেশটাকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

 সুরমা জোনের এই কাবাডি প্রতিযোগিতা পুরুষ ও নারী দুই গ্রুপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরুষ গ্রুপে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, ফেনী ও চাঁদপুর জেলা দল অংশগ্রহণ করছে। আর নারী গ্রুপে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী খেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে হারিয়ে জয়লাভ করেছে মৌলভীবাজার পুরুষ দল। সুরমা জোনের ফাইনাল খেলা হবে ৯ মার্চ মৌলভীবাজার স্টেডিয়ামে।

 কাবাডি প্রতিযাগিতায় ছয় জেলা নিয়ে গঠিত সুরমা জোনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য নেছার আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাবাডি উপকমিটির আহ্বায়ক পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাকারিয়া। অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি আজমল হোসেন, পৌর মেয়র মোঃ ফজলুর রহমান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামাল হোসেন। সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান।

#

দীপংকর/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৪

**সারা দেশে মহামারি করোনা পরবর্তী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

**স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পুনরায় খোলার প্রস্তুতি শুরু**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, সারা দেশে মহামারি করোনা পরবর্তী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আগামী ৩০ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই এই সময়ের পূর্বেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের টিকা নেওয়ার বিষয়টি সম্পন্ন করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার নিজ নির্বাচনি এলাকা রৌমারী উপজেলায় মহামারি করোনা পরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পুনরায় খুলে দেওয়ার প্রস্তুতির অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন,  শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মাস্ক পরিধান করা নিশ্চিত করতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার নির্দেশনা ইতোমধ্যে সারা দেশে সকল শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্হ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনা এবং WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এর আর্ন্তজাতিক নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে নির্দেশনা অনুযায়ী ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের আসন বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার/পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হবে। হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার পালন করতে হবে।

 শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

     #

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৩

**বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণেই বাঙালি জাতি নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র হয়েছিল**

 **--তথ্যমন্ত্রী**

**চট্টগ্রাম,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালি জাতি মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বাঙালি ছিল নিরস্ত্র জাতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বললেন, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। সেদিন নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেটা এমন একটি ভাষণ ছিল, যার লাঠি আছে সে লাঠি নিয়ে, যার দা আছে, সে তাই নিয়ে, যার লাইসেন্স করা বন্দুক আছে, তা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। যে ভাষণ আজও যে কেউ শুনলে যেভাবে উদ্দীপ্ত হয়, গায়ের লোম যেভাবে খাড়া হয়ে যায়, বিশ্বের কোনো নেতা ইতিহাসে এমন ভাষণ দেননি।'

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতো এমন আবেদনময় ও উদ্দীপ্ত ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ দেননি। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কোনো নোট ছিল না, তিনি একনাগাড়ে বলে গেছেন। পৃথিবীতে অনেক ভাষণ আছে অনেক অর্থবহ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর এ ভাষণে একটা নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে সশস্ত্র জনবাহিনীতে রূপান্তর করে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।

 বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের পর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ড. হাছান বলেন, লেখা হয়েছিল, চতুর শেখ মুজিব প্রকৃতঅর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তাকে অভিযুক্তও করা যাচ্ছে না। এমনভাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এর মাধ্যমে সেদিন রিপোর্টার ও তরুণদের উদ্দীপ্ত করেছিল এই ভাষণ।

 এখনো এই ভাষণ শুনলে মানুষ থমকে দাঁড়ায়, এজন্য বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ভাষণ, উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ অসাধারণ ও অনন্য বিধায় জাতিসংঘের বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

 বিএনপি ৭ই মার্চ পালন করবে ঘোষণা দেয়ায় তাদের অভিনন্দন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, 'এতদিন পরে তাদের বোধোদয় হলো। মির্জা ফখরুল সাহেব এটিও বলেছেন, ৭ই মার্চ ইতিহাস, এই ইতিহাসকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। আমি ফখরুল সাহেবদের বলবো বাকি যে ইতিহাসবিকৃতি করেছিলেন, সে ভুলগুলোও স্বীকার করে বাকি ইতিহাসগুলোও স্বীকার করে নেন। তাহলে জাতি আপনাদেরকে সাধুবাদ দেবে।

 চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ সালামের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ পালিতের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক মো. শামসুল হক, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. আতাউর রহমান, সহ সভাপতি অধ্যাপক মো. মঈন উদ্দিন, এডভোকেট ফখরুদ্দিন চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, এটিএম পেয়ারুল ইসলাম, মঈন উদ্দিন রাশেদ, জসিম উদ্দিন, আফতাব উদ্দিন আহমেদ, স্বজন কুমার তালুকদার, আবদুল্লাহ আল বাকের ভুইঁয়া, উত্তর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮২

**জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে**

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা**,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ৭ই মার্চ ২০২১ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য দু’টি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

 ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের উক্তি নিয়ে ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম - জয় বাংলা।’

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮১

**বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ জাতিকে স্বাধীনতার জন্য  উজ্জীবিত করে**

 **---আ ক ম মোজাম্মেল হক**

ঢাকা**,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ জাতিকে স্বাধীনতার জন্য উজ্জীবিত করে। মুক্তিকামী বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের '৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণের  পর থেকেই সারা দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল। তারই অংশ হিসেবে গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়।

 আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে উনিশে মার্চ প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ও বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরামের (বিজেআরএফ) ও গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সহায়তায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ  ভাষণ  দিবস উপলক্ষে  আয়োজিত  এক আলোচনা  সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় মন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম এবং গণমাধ্যমকর্মীদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

 মন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনার তৃণমূল চিত্র এবং জাতীয় ইতিহাস রচনায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনার তৃণমূল চিত্র এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সংঘটিত দেশের তৃণমূল পর্যায়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল তা সঠিকভাবে তুলে ধরে যার যার অবদানকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

 মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়েছিল '৭১-এর ১৯ মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুর ও চৌরাস্তায়।  স্বাধীনতার  আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্বে  ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় এই সশস্ত্র প্রতিরোধ মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইতিহাসের স্বার্থে ১৯ মার্চের প্রথম সশস্ত্র  প্রতিরোধের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি  প্রয়োজন ।

 প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস  সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনের সভাপতিত্বে  অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ও ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশের খবরের সম্পাদক ও  বিজেআরএফ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, উনিশে মার্চের অন্যতম সংগঠক ও  বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আবুদল বারী , ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট আবদুল বাতেন, থ্রোবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামিম আল মামুন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামিম আরা, ১৯ মার্চের অন্যতম ছাত্র সংগঠক আবুল হোসেন মন্ডল, নারী  সাংবাদিক সমিতির সভাপতি নাছিমা আক্তার সোমা, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ, সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী আতাউর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক আয়ুউব ভুঁইয়া।

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮০

**কৃষির উন্নতি হলেই গ্রামের মানুষের জীবন উন্নত হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ)**,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

গ্রামের মানুষের জীবনমানকে উন্নত করতে চাইলে কৃষিকে উন্নত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। মন্ত্রী বলেন, আমাদের গ্রামের অর্থনীতি এখনও কৃষিভিত্তিক। সেজন্য, গ্রামের মানুষের জীবনকে উন্নত করতে চাইলে কৃষিকে উন্নত করতে হবে। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করতে পারলে গ্রামের মানুষের আয় বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও জীবন উন্নত হবে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার এ লক্ষ্যেই কৃষিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে।

কৃষিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় হোসেন্দী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব ও পুনমির্লনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস।

 ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, বাবা-মার কাছে বেশি সম্পদ রেখে যাওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তোমরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজে নিয়োজিত থাকবে। মনে রাখতে হবে মানুষের কল্যাণে কতটুকু কাজ করেছি- তার ওপরই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডাঃ মাজহারুল হক তপনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক আইজিপি (প্রিজন) ও পিএসসির সাবেক সদস্য মোঃ লিয়াকত আলী খান, প্রাক্তন ছাত্র স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) গোলাম কিবরিয়া আব্বাসী, মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল, গজারিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আব্দুল মান্নান ও গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। পরে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৫৪০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৭২৪ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১০জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৪৫১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ১ হাজার ৯৬৬ জন।

#

দলিল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৮

**চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগেও বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি বিকাশের কারণে কায়িক শ্রম যন্ত্রনির্ভরতায় রূপান্তরিত হবে। রূপান্তরের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজিএমইসহ সবাইকে তৈরি থাকতে হবে যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, আইওটি, ব্লকচেইন কিংবা বিগডেটা প্রযুক্তির দাপটে প্রচলিত কায়িকশ্রমে সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাদেরকে কর্মক্ষম রাখতে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির যুগেও বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না। আমরাই তৈরিপোশাক রপ্তানি করবো, আমরা রোবট, আইওটি, ব্লকচেইন, এআই, বিগডেটা এসব প্রযুক্তিও ব্যবহার ও রপ্তানি করবো। বাংলাদেশ চমৎকার সময়ে আছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বিজিএমই আয়োজিত সংগঠনের সদস্যদের জন্য মোবাইল অ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বিজিএমই সভাপতি রুবানা হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এটুআই প্রোগ্রামের সিনিয়র পলিসি এডভাইজর আনীর চৌধুরী ও বিজিএমইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট এসএ সামাদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বিজিএমই’র ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল হতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে ট্রেডবডিসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গার্মেন্টস শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতিকে দেশের জন্য গর্বের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের কর্মীরা দক্ষতায় পৃথিবীর সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। করোনাকালে দেশে শতকরা ৭২ ভাগ রোগী ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা নিয়েছে উল্লেখ করে দেশে কম্পিউটার বিপ্লবের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার বলেন, গত ১২ বছরে ডিজিটাল হাইওয়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও ডিজিটাল সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি মানুষ উচ্চগতির ইন্টারনেটের আওতায় আসবে। তিনি বলেন, শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানব সংকট কাটাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলেছে। অন্যদিকে জাপান সোসাইটি ৫ দশমিক শূন্য এর কথা বলেছে। জাপান মনে করে সোসাইটি ৫ দশমিক শূন্য মানবিক আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যান্ত্রিক। সবাইকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, তবে আমাদের মতো করে। এই বিপ্লব সকল দেশের জন্য এক নয়-একই নীতি-কৌশল ও পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই অনুকরণ নয় মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বানাবো।

 রুবানা হক দ্রুততম সময়ে বিজিএমই ডিজিটালাইজেশনে যাওয়ার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রদর্শক মোস্তাফা জব্বার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ডিজিটাল কনটেন্ট প্রদানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৭

**বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণের আহ্বান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জাতির পিতার হাত দিয়েই এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্রের স্বর্ণালি সময় ফিরিয়ে আনার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন।

 প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর বেশি করে চলচ্চিত্র নির্মাণেরও আহ্বান জানান।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় মুজিব শতবর্ষ ও ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী নির্মাতাদের নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম মুভমেন্টের আয়োজনে ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিন দিনব্যাপী জয়িতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আরও বলেন, চলচ্চিত্র সমাজ ও জীবনের কথা বলে। দেশীয় চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সুস্থ বিনোদন দিতে সারাদেশে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন জরুরি। নারী নির্মাতারাও যাতে আরো চলচ্চিত্রমুখী হয় সেজন্য সরকারের পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বাংলাদেশের নারীদের সাফল্য ও জয়গাঁথা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

 রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রউফ, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম মুভমেন্টের সভাপতি দিলদার হোসেন, এস এস কমিউনিকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুমন ও চ্যানেল আইয়ের প্রতিনিধি রাজু আলীম।

 উৎসবের উদ্বোধনী দিনে নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা নারগিস আক্তার, শাহনেওয়াজ কাকলী ও নানজিবা খানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

 তিন দিনব্যাপী এ উৎসবে প্রদর্শিত হবে কোহিনুর আক্তার সুচন্দার হাজার বছর ধরে, নারগিস আক্তারের মেঘলা আকাশ, সামিয়া জামানের রানী কুঠির বাকি ইতিহাস, মৌসুমীর কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, শাহনেওয়াজ কাকলীর উত্তরের সুর ও নানজিবা খানের দা ওয়ান্টেড টুইন।আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিন দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এ উৎসব।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৬৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৬

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

 **মূলবার্তা :**

 “প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ মার্চ ২০২১ বিকাল ৩ টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করবেন।”

#

ফয়সল/শাহ আলম/জুলফিকা/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ১০৭৫

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন: চট্টগ্রামের ইয়াসমিন সিদ্দিকা তারিন, কুমিল্লার আহসান উল কাইয়ুম ভুঁইয়া, লক্ষীপুরের আরাফাত চৌধুরী, কুমিল্লার মাজহারুল ইসলাম মনসুর এবং কুমিল্লার মো. হোসাইন সরকার।

 গতকালের কুইজে ৫৭ হাজার ৯৫৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন-বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটাবিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট  থেকে জানা যাবে ([https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/))।

#

মোহসিন/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৪

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহবান**

**ঢাকা,** ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহবান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে সারাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাতের ব্যবস্থা করার জন্য সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সকলকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে।

 ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রবিবার দুপুর দেড়টায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে কুরআনখানি দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমি ও সকল অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

#

শায়লা/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭৩

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাংলাদেশর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে**

 **-পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

হবিগঞ্জ, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন-২০২১’ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, জ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁর সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘গ্রাম হবে শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়াও ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রীর ১০ বিশেষ উদ্যোগ, গৃহহীন মানুষকে গৃহপ্রদান কর্মসূচি, দেশের শতভাগ এলাকায় বিদ্যুতায়ন, খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ইত্যাদি উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এখন অনেক উন্নত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা-তুজ-জোহরা ও প্রেসক্লাবের সভাপতি সাব্বির হাসান বক্তব্য রাখেন।

#

তানভীর/শাহ আলম/জুলফিকার/শামীম/২০২১/১৫১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭২

**বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল**

 **-স্বপন ভট্টাচার্য্য**

মণিরামপুর (যশোর), ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

 গতকাল যশোরের মণিরামপুর উপজেলার কেএইচএন (কাটাখালী) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত চারতলা ভবনের উদ্বোধন ও বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

 তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতিকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও আত্নমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশকে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করেছিলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন, ঠিক তখনি স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতাদখল করেছিলো। তারা আবার বাঙালি জাতিকে পরাধীন জাতিতে পরিণত করেছিলো।

 স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, জনবান্ধব শেখ হাসিনা সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন পদক্ষেপে দেশে শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ,যোগাযোগসহ প্রতিটি সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে হলে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশের সকল মানুষ ভেদাভেদ ভুলে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশে শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপক সক্ষমতার মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বির্নিমাণে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

 কেএইচএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় ও সাধন কুমার মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র অধ্যক্ষ কাজী মাহমুদুল হাসান এবং মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ জাকির হাসান প্রমুখ।

#

হাবীব/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭১

**বাংলাদেশের সাফল্যে প্রশংসা করলেন ইতালির রাষ্ট্রপতি**

রোম (ইতালি), ৬ মার্চ :

 ইতালিতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান ৪ মার্চ দেশটির রাষ্ট্রপতি সের্জিও মাত্তারেল্লার (Sergio Mattarella) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিচয়পত্র (Letter of Credence) পেশ করেন।

 এসময় ইতালির রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রাষ্ট্রদূতও রাষ্ট্রপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন।

 সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাসম্পর্কে রাষ্ট্রদূত ইতালির রাষ্ট্রপতিকে বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ একটি ‘রোল মডেল’ হিসেবে সারাবিশ্বে স্বীকৃত। বিভিন্নক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যসম্পর্কে অবগত আছেন উল্লেখ করে ইতালির রাষ্ট্রপতি আগামী দিনগুলোতে দু’দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কঠোর পরিশ্রমী অভিহিত করে সেদেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি প্রায় 11 লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি ‘ফ্লুসি ডিক্রি’-তে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতালি সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

 উল্লেখ্য, ‘ফ্লুসি ডিক্রি’ এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যবহির্ভূত দেশগুলোর নাগরিকরা ইতালিতে সিজনাল এবং নন-সিজনাল কাজের জন্য ইতালিতে আসার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

 অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতের সহধর্মীনি পেন্ডোরা চৌধুরী, দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান এবং কাউন্সেলর (শ্রম কল্যাণ) মোঃ এরফানুল হক এবং ইতালি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পেশাদার কূটনীতিক মোঃ শামীম আহসান ইতালির আগে নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, রোম, নাইরোবি, দোহা এবং কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

#

শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৭০

**সৃজনশীল বিনোদন-কনটেন্ট তৈরি করতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সৃজনশীল ও সুস্থধারার বিনোদনমূলক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সুস্থ সমাজ-বিনির্মাণে অবদান রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘মুজিব আমার পিতা- বাংলাদেশে এনিমেশন ফিল্মের নবদিগন্ত ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান-অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 তিনি বলেন, সুস্থ-চলচ্চিত্র, সুস্থ সমাজ-গঠনে ‘মুজিব আমার পিতা’ ২০২১ সালের ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও তার কন্যার অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচিকে টেকসই করতে তাঁর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে প্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্ম গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সুস্থধারার কন্টেন্ট তৈরিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদকে সহযোগিতার জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 ‘মুজিব আমার পিতা’ এনিমেশনটি বিশ্বমানের মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমাদের নাফিস ইকবাল কুংফু পান্ডা নির্মাণ করে দুইবার অস্কার পেয়েছে। সোহেল রানার দলও অস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও তৈরির জন্য রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কসহ আরো ১২টি হাইটেক পার্কে আধুনিক সিনেপ্লেক্স স্থাপন করা হচ্ছে।

 ‘মুজিব আমার পিতা’ গ্রাফিক নভেলের অ্যানিমেশন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ‘প্রোলেন্সার স্টুডিও’ দলের নির্মাতারা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র পরিচালক সোহেল মোহাম্মাদ রানা, শিল্পী মনিরা আলম, রফিউজ্জামান রিদম এবং সিআরআই’র সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ আলোচনায় অংশ নেন।

 উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে ৩টি দ্বিমাত্রিক চলচ্চিত্র (এনিমেশন ফিল্ম) তৈরি করছে আইসিটি বিভাগ। ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার লেখা অবলম্বনে নির্মিত গ্রাফিক নভেল ‘মুজিব আমার পিতা’। এগিয়ে চলছে মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে ‘মুজিব ভাই’ এবং ১০ পর্বে ১০০ মিনিটের একটি এনিমেশন সিরিজ ‘খোকা’ তৈরির কাজ।

#

শহিদুল/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২১৭ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৯

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালি-জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।’

 দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অঞ্চলের জনগণের ওপর নেমে আসে বৈষম্য আর নির্যাতনের যাতাকল। অর্থনৈতিক বৈষম্যছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। শুরু হয় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা-আন্দোলন, ৫৪’র যুক্তফ্রন্ট-নির্বাচন, ৬২’র শিক্ষা-আন্দোলন, ৬৬’র ৬-দফা-আন্দোলন, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০’র সাধারণ-নির্বাচনে বিজয়ের পথ ধরে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম যৌক্তিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সম্মুখ-সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

 ৭ মার্চের ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে রেসকোর্সের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা প্রদান করলেন স্বাধীনতার
পথ-নকশা। যুদ্ধ অনিবার্য জেনে তিনি শত্রুর মোকাবিলায় বাঙালি-জাতিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন: ‘তোমাদের যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।’ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই সম্মোহনী আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি-জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গণহত্যা শুরু করলে জাতির পিতা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হন;
২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রমহারা হন। বহু ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ছিনিয়ে আনি মহান স্বাধীনতা, বাঙালি জাতি পায় মুক্তির কাঙ্ক্ষিত সাধ। প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

 জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। লেখক ও ইতিহাসবিদ Jacob F Field এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা ‘We Shall Fight on the Beaches: The Speeches That Inspired History’ গ্রন্থে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। অসংখ্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৭ সালে বিশ্ব-প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে ইউনেস্কোর International Memory of the World Register এ অন্তর্ভুক্ত হয়, যা সমগ্র দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের।

 বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অমিত শক্তির উৎস ছিল এ ঐতিহাসিক ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য অধ্যায়; যার আবেদন চির অম্লান। কালজয়ী এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

 মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন করা হচ্ছে। এ মাসেই আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন,
বাঙালি-জাতির জন্য যে উন্নত জীবনের কথা ভেবেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিকক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

 রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

 আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় নিজ-নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি। ঐতিহাসিক ৭ মার্চে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1068

**President's Message on the occasion of the** **historic 7 March**

Dhaka, 6 March:

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the historic
7 March :

 "The historic 7 March is a memorable day in the history of Bangalee's liberation movement and independence. On this day in 1971, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered an ageless speech in a thunderous voice on the then Race Course Ground. The government has declared this day as the 'Historic 7 March Day' which is a landmark decision. On this day, I remember with deep respect Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all time, under whose unique leadership we achieved an independent-sovereign Bangladesh.

Independence is the greatest achievement of Bangalees. However, it has not been achieved in a single day. In the long rugged path from the great language movement to the achievement of final victory in 1971, Bangabandhu's immense courage, boundless sacrifice, courageous leadership and right guidance led the nation towards the desired goal. Although Awami League bagged absolute majority in the General Election of 1970, the Pakistani ruling party started dilly-dallying the process of handing over power to the majority party. Under the leadership of Bangabandhu, therefore, the non-cooperation movement was started on 1st March. In continuation of the agitation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman delivered a historic speech at the mammoth gathering at the Race Course Ground by ignoring the blood curdling eyes of the then Pakistani ruler which was the charter of independence of the Bengali nation. In that effulgent speech, with his unique eloquence and political wisdom, he united the emotions, dreams and aspirations of the Bangalee's and declared in a thunderous voice, "The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence", which was, in fact, the call for independence. In continuation of that historic speech, Bangabandhu declared long-cherished Independence of the Bengali nation on March 26. Then we achieved our independent and sovereign Bangladesh through a nine-month-long armed struggle.

Bangabandhu's speech on March 7, was one of the most celebrated speeches in the world. That speech was a great efficacious message to the freedom-seeking people to make them jump into battle breaking the chains of subjugation. How an address can awaken the whole nation, inspire them to leap into the war of liberation for independence, the ‘historic 7 March Speech’ by Bangabandhu is its unique example! UNESCO has recognized the ‘7 March Speech of Bangabandhu’ as part of the 'World's Documentary Heritage' and included it in the 'Memory of the World International Register' on October 30 in 2017. This is our great achievement as Bangalees. The world-renowned magazine Newsweek in its Issue on April 5 in 1971 termed Bangabandhu as the 'Poet of Politics' for this historic address. The historic address of Bangabandhu on March 7 will be an eternal source of inspiration not only for us but also for freedom-loving people around the world.

Bangabandhu's lifetime dream was to turn the independent-sovereign Bangladesh into a prosperous 'Golden Bangla'. We must continue our efforts to fulfill that dream of our great leader. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has undertaken 'Vision-2021' and 'Vision-2041' to make Bangladesh a prosperous country by 2041. On the eve of the birth centenary of Bangabandhu and the golden jubilee of independence, I call upon all to contribute from their respective positions irrespective of party affiliation in implementing these programs.

 Joi Bangla.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Shah Alam/Zulfikar/Rezzakul/Shamim/2021/1215 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৭

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন (৬ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি-জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে যে কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তির ডাক। সরকার এ দিনটিকে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আজকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাহস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে
১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো-জনতার উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি-জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তিকামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এই ভাষণকে 'World’s Documentary Heritage' Gi মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড় অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

 স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। মহান এ নেতার সে স্বপ্নপূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত-নির্বিশেষে সকলকে নিজ-নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১২২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ